মূল্য এক টাকা

১২৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে মাণিক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৬৪ মুসলমান
পাড়া লেনের সখা প্রেস হইতে অনিলকুমার সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

একটী কথা

না ব'ললে বেইমানি হবে। এই গল্পের নির্য্যাসটুকু প'ড়েছিলাম কোনও একটী নাম-করা মাসিক পত্রে ; ভারি মিষ্টি লেগেছিলো, তাই ভুলিনি। তারই উপব রং চড়িয়ে এই বইটী তৈরী। লেখকের নামটা আমার স্মরণ নেই,—উদ্দেশে তাই তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অভিনয় জমে খুব। নাট্যকার নিশিবাবুর বাগেরহাটের রূপশিল্পী দলের ও ভায়া পশুপতিপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবের প্ররোচনায় জীবনে যা' করিনি মরণকালে তাই ক'রলাম,—ছাপার হরপে বই ছাপালাম !

—ভীরু ভূপেশ—

স্মরণে

নটগুরু ৺ নিশিকান্ত, পূজ্য ৺ শুকলাল,
সুশীল, অরুণ, চারু, ভূপেন, ভূপাল,
বঙ্কিম, অনিল, ভূতি, আবদুল আলী,
ধীরেন, হরিশ, রবি, বিল্ব, কৃষ্ণ, কালী,
মুকুন্দ, ইস্থুফ, চিত্ত, কাশী, নিবারণ,
বাগু, ক'ড়ে, নাটু, শিবে, শিবনারায়ণ,
সুধীর, যোগেন, ষষ্ঠি, প্রদ্যোৎ, বিজয়,
সীতা, মণি, চার ধীরে, তিনু ও তন্ময়,
ভুবন, সতীশ, চ্যান্, অশোক, নগেন,
শৈল, শান্তি, হেকমৎ, শচীন, খগেন,
কামাখ্যা, নৃপেন, কালা, যোগেশ, কেশব—
বিনিদ্র নিশির সাথী, মঞ্চসখা সব,
যার নাম মনে আছে, যার নাম নাই,
বইখানি সকলেরি হাতে দিতে চাই।

বাগেরহাট —ভুপেশ—

২৫।৩।৪৭

চরিত্র পরিচয়

মিঃ হরিহর হালদার (ট্রিপল্ এইচ্)	কন্যাগতপ্রাণ, বিপত্নীক প্রৌঢ় এ্যাড্ভোকেট
মিঃ পার্শ্বনাথ পঁই	ঐ প্রতিবেশী
গিরিদাস সিং (গেরুলাস্)	ঐ দারোয়ান
সুপ্রিয় চাটাজ্জী	তরুণ ছাত্র, ডবল্ এম-এ
তরুণ পালিত	মঞ্জুশ্রীর পাণিপ্রার্থী যুবক
মালকোষ ঘোষ	ঐ
সবুজ সরখেল	ঐ
বেচারাম বল	ট্যাক্সী ড্রাইভার
মঞ্জুশ্রী দেবী	মিঃ ট্রিপল্ এইচের অনূঢ়া কন্যা (বি-এ দেবে)
মা	সুপ্রিয় চাটাজ্জীর বিধবা মা

প্রস্তাবনা

(সুর—-ম্যয় বন্‌কী চিঁড়িয়া—)

এই রঙ্গের গল্পের শেষ হবে আস্‌ছে ফাল্‌গুনে ;—
তাই মাঝের শীত্‌টা কাটাতে হবে কড়ি-কাঠ গুণে।
ভুলে মানিব্যাগ বাড়ী ফেলে, যবে বিকেলে বেড়াতে গেলে
সে সময়ে ফুলধনু মেরে দিল ফুলবাণ
সব-চেয়ে ধারালো, ছিল যেটা লুকানো, তার তূণে।
তাই বলি, এর পরে যবে পুনঃ বেড়াতে বেরুনো হবে,
মানিব্যাগ নিও সাথে তা না হ'লে হাতে হাতে
টের পাবে এর জ্বালা, কাণ হবে ঝালা পালা গাল শুনে।

——:——

আস্‌ছে ফাল্‌গুনে

৭ই অগ্রহায়ণ ঃ—রাত ৮টা

(দ্বিতলে সুসজ্জিত ড্রইংরুম। উত্তেজিত গৃহকর্ত্তা হরিহর বাবু—
মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ; পাশে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ তরুণ।)

হরি—(স্বরে বিরক্তি) বাড়ী নেই,—বাড়ী নেই, বাড়ী নেই। রেহাই দিন, রক্ষে করুন, বাঁচান,—

তরুণ—(স্বরে বিনয়) আজ্ঞে, মঞ্জুশ্রী দেবী—

হরি—(উষ্মা কমেনি) হ্যাঁ দেবী। দেবী বাড়ী নেই, পূজো খেতে বেরিয়েছেন, (সহসা) তোমার বয়স কত হে ছোক্‌রা ?

তরুণ—আজ্ঞে এই অঘ্রাণে উনিশে প'ড়েছি,—মাইরি স্যার, আমি কবি—

হরি—আর মঞ্জুর বয়স এই একুশ, বুঝলে। ওকি ? ভির্‌মী খেয়ে প'ড়বে নাকি ?—গেরুলাস্‌ সিং—

(গিরিদাস সিংএর প্রবেশ)

গিরি—হাজুর !—

হরি—একে সিঁড়িটা দেখিয়ে দাও ত'—

তরুণ—সিঁড়ি দেখাতে হবে কেন স্যার্‌ ? ও ত' চেনা সিঁড়ি, আস্‌তে-যেতে ও সিঁড়ি আমার পদস্থ হ'য়ে গেছে। অন্ধকারেও—

(হরিহরের ইসারায় গিরি সিং তরুণের হাত ধরিল)

আঃ, ছাড়ো-ছাড়ো! পরের রিষ্ট ওয়াচ্—ভেঙ্গে যাবে যে!

(অনিচ্ছুক তরুণকে পাঁজাকোলা করিয়া গিরি সিংএর প্রস্থান)

তরুণ—(সচীৎকারে) পাঁজাকোলা করে মোরে নিও না, নিও না।
মাজা ভেঙ্গে সাজা আর দিও না, দিও না।

(স্বর মিলাইয়া গেল)

হরি—এই মেয়ে নিয়ে হয়েছে আমার 'সসেমিরে' অবস্থা! বি-এ পরীক্ষাটা এবার হয়ত পাশ ক'রতে পারতো, তা' যে আকার পঙ্গপাল,—কে?

(মালকোষের প্রবেশ)

মাল—আজ্ঞে আমি। মল্লারকণ্ঠ শ্রীমালকোষ ঘোষ। —মঞ্জুশ্রী দেবী কি—

হরি—বুঝেছি। —বাড়ী নেই মিঃ মল্লারকণ্ঠ।

মাল—তাঁর গান শেখার time যে— (রিষ্ট ওয়াচ্ দেখিল)

হরি—ব'য়ে গেল! হাঁ হে মাষ্টারকণ্ঠ, ক'মাস ধরে' তুমি গান শেখাচ্ছ?

মাল—আজ্ঞে,—এই মাস দুই—।

হরি—তা' মাইনে তোমাকে কে দেয়? আমার কাছে ত' চাও না!

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

গিরি—হাজুর, বেতস্ বাবু,—

হরি—কি চান বাতাস্ বাবু?

গিরি—খোখী বাবু কো—

হরি—বল' গে তিনি লেকের বাতাস খেতে বালীগঞ্জে গেছেন।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

মাল—মাইনে আমি চাইনা। মঞ্জুশ্রী দেবীকে গান শেখাবো তা'—

হরি—মিনি-মাইনেয়! এ্যাঃ, মতলব কি বলো ত' বাপু।

(সবুজের সবেগে প্রবেশ)

সবুজ—তা'তে তোর কিরে ব্যাটা ছাতুখোর? এই যে মঞ্জুশ্রী দেবী,—

(ভুল বুঝিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ) ইর বাবা! (নমস্কার!)

হরি—হ্যাঁ,—ইর বাবা।—কি চাই?

সবুজ—মিস্ মঞ্জুশ্রী কোথায়?

হরি—পরেশনাথের মন্দির দেখতে গিয়েছে, বাড়ী নেই।

(সবুজ বসিল) ও কি? ব'সে প'ড়লে যে!

সবুজ—একটু বিশ্রাম,—বড্ড হাঁপিয়েছি—জরুরী প্রয়োজন—

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

গিরি—সমীর বাবু খোখী বাবুকো মাংতা।

হরি—বল' গে, সে চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখতে গেছে।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

হাঁ হে মাষ্টার,—আমাকে গান শেখাতে পারো?

মাল—আপনি!—আপনি কি ক'রে গান শিখ্‌বেন স্যার?

হরি—কেন? গোঁফে কি গান আটকে যাবে?

(সবুজকে) ও কি, তুমি হাই তুল্‌ছ যে! ঘুম পেল',—বিছানা ক'রে দেবে?

সবুজ—আজ্ঞে না। সদাকর্ম্মী কিনা, একটা কিছু কাজ না থাকলে—

হরি—ওঃ, তাই বলো। দিচ্ছি কাজ,—গেরুলাস্ সিং,—

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

চণ্ডীখানা এনে দাও ত' চট্ ক'রে,— (গিরি সিংএর প্রস্থান) বসে বসে চণ্ডী পাঠ করো, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে কাজ করি।—বলি, লেখাপড়া জানো কিছু—?

সবুজ—আজ্ঞে, আমি টোলে ব্যাকরণের মধ্য পাশ—

হরি—তা' বেশ, বেশ,—মিঃ মধ্যপাস্, তুমি আমাকে আর এই জহ্লাদ-কণ্ঠকে একটু চণ্ডীপাঠ করেই শোনাও—

মাল—আজ্ঞে মল্লারকণ্ঠ ;

[একজোড়া চটীজুতা লইয়া গিরি সিংএর প্রবেশ]

হরি—কই, দে। (দেখিয়া) চটী না, চণ্ডী, চণ্ডী ! ছাতুখোর কোথাকার ! ওরে, চণ্ডী, চণ্ডী, বই, কেতাব। পূজোর ঘরে, কুলুঙ্গীতে,—আমি যেটা পড়ি। (গিরি সিং যাচ্ছিল) দাঁড়া, চটীজোড়াটা রেখে যা এখানে—

(চটী রাখিয়া গিরি সিংএর প্রস্থান)

(মালকোষকে) ঘন ঘন ক্লকটার পানে চাইছ কেন? হাতেরটা চ'লছে না?

মাল—আজ্ঞে এটার মিনিটের কাঁটা নেই কিনা!

হরি—মিনিটের কাঁটা নেই! তবে ওটা হাতে বেঁধেছো কেন?

মাল—আজ্ঞে, তা না হ'লে হাতটা যেন কেমন 'বিধবা-বিধবা' দেখায়।

হরি—লেখাপড়া কত্ দূর শিখেছো মিঃ বয়লার-কণ্ঠ ?

মাল—তা' শিখেছি খানিক দূর, আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে!

হরি—কি অব্ ধি প'ড়েছো ?

মাল—আজ্ঞে, ডাক্তারী প'ড়তাম্—

হরি—"তাম্" মানে ? সার্টিফিকেট পাওনি বুঝি ?

মাল—আজ্ঞে, পেয়েছি একখানা,—তবে তেমন সুবিধের নয়।

হরি—'সুবিধের নয়' মানে কি ?

মাল—আজ্ঞে, একখানা কম্পাউণ্ডারীর সার্টিফিকেট পেয়েছি।

(গিরি সিংএর প্রবেশ এবং চণ্ডী দিয়া প্রস্থান)

হরি—(চণ্ডীখানা সবুজকে দিয়ে) নাও পড়ো ;—বেশ সুর ক'রে।

সবুজ—কোন্ জায়গাটা প'ড়বো ?

হরি—যেখান থেকে তোমার খুসী— (সবুজ প'ড়তে সুরু ক'রল)

নেপথ্যে {
গিরি—'বাড়ীমে নেহি, মুলাকাৎ হোবেনা।'
কণ্ঠ—"কোথায় গেছেন ?"
গিরি—"কালীঘাট, মার বাড়ী"......
কণ্ঠ—"কখন আসবেন ?"

হরি—(চীৎকার ক'রে) আসবেন না,—আর আসবেন না,—আর আসবেন না। (মালকোষকে) তা' বাবা কম্পাউণ্ডার, আমার একটু কাজ ক'রে দেবে ?

মাল—বলুন,—বলুন, আপনার কি কাজ ? Kindly বলুন, privately বলুন, certainly বলুন, আপনার কোনও কাজ ক'রতে পারলে আমি ধন্য হবো।

হরি—বহুতাচ্ছা ! এই ত' চাই। গেরুলাস সিং, (সবুজকে) কই থাম্লে যে ?

সবুজ—কেউ না শুনলে কাঁহাতক পড়া যায়, বলুন।

হরি—এ ত' শোনাবার পড়া নয়, এ যে পড়ার জন্যে পড়া; Reading for reading's sake. মনে করো, তুমি যেন গ্রামোফোন। পিন দিয়ে শ্রোতা চ'লে গেছে। —তুমি বাজবে না?

সবুজ—বাজবো, বাজবো, নিশ্চই বাজবো, —বাজবো আবার না? (নিম্নকণ্ঠে) শুধু কথা দিন—আমার গ্রামোফোনে আপনি 'পিন্' দেবেন!

হরি—তাই ত' তোমার এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা হচ্ছে!

সবুজ—ধৈর্য্যের পরীক্ষায় আমি ফার্ষ্ট! মেসের ম্যানেজার নিত্য আমার কাছে যে ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন, তার কাছে এ ত' তুচ্ছ! (পাঠারম্ভ)

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

হরি—জুতি কা কালি আউর উস্‌কো ব্রাস,—জল্‌দি—

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

যতক্ষণ মঞ্জু না আসে, ততক্ষণ নিষ্কর্ম্মার মতো ব'সে না থেকে আমার চটীটা একটু ব্রাস যদি ক'রে দিতে! এই তোমার গুরুভক্তির অগ্নিপরীক্ষা—

(গিরি সিং কালি-ব্রাস্ লইয়া প্রবেশ করিতেই মালকোষ তাহার হাত হইতে উহা একরকম কাড়িয়া লইয়া কাজ সুরু করিল)

গেরুলাস সিং, ইধার আও— (গিরি সিং এগিয়ে এলো; এতক্ষণ ধরে যে Sign board লিখ্‌ছিলেন সেটা গিরি সিংএর পিঠে ঝুলিয়ে দিলেন। মোটা অক্ষরে লেখা "মঞ্জুশ্রী বাড়ী নেই")

যাও, নীচুমে দেউড়িকা পর খাড়া রহো,—কোই আনেসে
পিঠ দেখ্‌লাও। এই স'াই ;—যাও।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

হরি—এইবার একখানা গান গাও ত' মল্লারকণ্ঠ মালকোষ। গানের তালে তালে ব্রাস্ ঘ'ষলে জেল্লা খুলবে জুতোর। তুমি কি ভাল গাও, মেঘমল্লার না মালকোষ?

মাল—গজল আর ভাটিয়ালী আমি গাই। ও সব আমার গলায় আসে না বলে ওগুলোকে নামের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি—

হরি—যেমন কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন। তা বাবা, যা পারো, ঐ গজলই একখানা গাও,— (গীতমধ্যে প্রস্থান)

(জুতা ব্রাস করিতে করিতে মালকোষের গান)

ভাবনা কি বল্? ওরে পাগল, জোরসে ঘসো বুরুস্‌খানি,
জেল্লা ফুটাও,—কেল্লা ফতে হবে রে তোর, হবেই জানি।
ঘষ্‌ছি জুতো কিসের আশায় বুঝ্‌ছো নাকি শ্বশুর মশায়,
এর চেয়ে কি স্পষ্ট ভাষায় যায় গো বলা মনের বাণী?
বিহান্ থেকে রাত্রি দুপুর আমরা ক'টী হ্যাংলা কুকুর
সব খুইয়ে ঘুর্‌ছি কেবল আসার আশায় তোমায় খুকুর;
ঝাঁটা লাথি মার গুঁতো খাই তবুও এসে গান যে শেখাই,
নিত্যি এসে হাজ্‌রে লেখাই,—দেখ' দেখি কী হয়রাণি!

(তরুণের সদম্ভে প্রবেশ)

তরুণ—"তুচ্ছ তুমি দারোয়ান গেরুলাস্ সিং,
তুমি কি রোধিতে পার' প্রাণের মিটিং?

'মঞ্জুশ্রী বাড়ী নেই' এই মিথ্যাটাকে
লিখিয়া ঝুলায়ে দেছ' পিছনের দিকে !
ভাবিয়াছ হাতে-লেখা Sign-Board দিয়া,—
অদর্শনে ফাটাইয়া ফেলিবে এ হিয়া ?
এসেছে মঞ্জুশ্রী দেবী, এসেছে নিশ্চয় ;—
নয়টা বাজিয়া গেছে, বাজে সাড়ে নয়।—

(সবিস্ময়ে) একি ! আপনারা এ কী কর্চ্ছেন ?

সবুজ—ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিচ্ছি।

মাল—গুরুভক্তির নিদর্শন দেখাচ্ছি।

তরুণ—বা—বাঃ। জুতো বুরুস্ থেকে চণ্ডীপাঠ সবই হ'চ্ছে ! আচ্ছা পাগল !

সবুজ—আমরা ত' তবু বাড়ীতে আছি, অনেকে যে এই হিমে কেউ বালীগঞ্জ, কেউ ইডেন-গার্ডেন, কেউ পরেশনাথ ক'রে বেড়াচ্ছে।

মাল—আমার ত' মশাই গতিক ভাল বোধ হ'চ্ছে না। কাজ নেই আর পাগল-নন্দিনীতে ; মন্মথ কেবিন থেকে হাফ্ কাপ চা খেয়ে নীচে গিয়ে দাঁড়াই। (দৌড়)

সবুজ—যা বলেছেন,—মস্তিষ্কে ঘৃতাভাব। (বেগে দৌড়)

তরুণ—আমাকে দিয়ে আবার দাড়ি কামিয়ে না নেয়,—
(দ্রুতবেগে দৌড়)

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি—পালিয়েছে নচ্ছার ছেলেগুলো। এক দণ্ড মেয়েটাকে প'ড়তে দেবে না ! কেবল গল্প, গান আর সিনেমা !

মেয়েটাও হয়েছে বেহায়ার একশেষ! শাসন রীতিমত ভাবে ক'রলে এতটা হ'তে পারতো না। কিন্তু কি ক'রবো? কিছু বলতে সুরু করলেই বড়ো বড়ো চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে,—বলা আর হয় না। (ঘড়ী দেখিয়া) এই ত্থাখো, এত রাত হ'ল, তবুও—'গেরুলাস সিং'—

(গিরি সিং এর প্রবেশ)

নেপথ্যে পার্শ্ব —বাড়ী আছেন?

গিরি—এঃ রে! একটু খোল্‌সা পাইল ত' ঢুকিয়ে গেল!

হরি—ত্থাখ' ত' গেরুলাস্—আবার কোন্ অবতার?

গিরি—(দেখিয়া আসিয়া) পাশের বাড়ীকা বুড়া বাবু, হাজুর,—

নেপথ্যে পার্শ্ব— —সান্‌থে পারি?

হরি—পারেন। (পার্শ্বনাথ বাবুর প্রবেশ)

পার্শ্ব—ভাল আছেন? তা ধরুন, ত্থাহটা একটু শুষ্ক দেহায় ক্যান?

হরি—এই এম্‌নি।

পার্শ্ব—এই এম্‌নি. না? বেশ, বেশ, তা ধরুন, একটা কথার জন্য আইছি।

হরি—বেশ করেছেন।

পার্শ্ব—বেশ ক'রছি, না? তা ধরুন, আমার নাম শ্রীপার্শ্বনাথ পঁই,—এই পার্শ্বের বাড়ীতেই থাকি।

হরি—বেশ করেন।

পার্শ্ব—বেশ করি, না? তা ধরুন, আচ্ছা—বলেন দেহি, আমার নিবাস কথায়? আমি হলুম গিয়ে কোন্ দ্যাশের লোক?

হরি—ন'দে,—শান্তিপুর,—না ?

পার্শ্ব—(হেসে হাততালি দিয়ে) ঠগ্ছেন,—ঠগ্ছেন, ঠগ্ছেন। হগ্গলেই ঠিক ঐ ভুল করে। কথা শুন্যা ধরনের যো নাই —না ? আমার বাড়ী পুর্ব্ববঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গের জমীদার, ঐ যে East Bengal এবার লীগে জেৎলো, ওরা ত' আমার জমীদারীর টিম ! কি বলেন ?

হরি—হুঁ। লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

পার্শ্ব—না—না—লক্ষ্মণ প্রকাশ না—সুপ্রকাশ। আমার এক নাইবের ছেইলা, গোলে খ্যাল্তো। সান্নিপাতে মারা গেছে—। জাউক্ গা ;—যে কথার জন্য আইছি, তা বইলাই ফেলি, কি বলেন ?

হরি—আপনার ইচ্ছে।

পার্শ্ব—আমার ইচ্ছা, না ? তা ধরুন, আমার ত' খুবই ইচ্ছা,—ছ্যাখোনের পর থাইকাই ইচ্ছা—গভীর ইচ্ছা !—তা ধরুন, আপনার মতটাও ত' একবার নেতে হয়,—একটা ভদ্দোরতাও ত' আছে। এ্যাঃ ?

হরি—আছে না কি ?

পার্শ্ব—জমীদারগো আছে। ছ্যাখেন, কথাডা কইতে একটু লাজ বাসি, আর এ্যাও কই,—বেডাপুরুষের লাজই বা কিসের ? বইলাই ফেলাই। (ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার বাড়ী যে একটী স্থূলকায়া সুন্দরী আছেন, উটী কি আপনার নন্দিনী ?

হরি—(সহসা) আপনার দরকার ?

পার্শ্ব—ঠিক ধর্ছেন,—আমার দরকার—খুবই দরকার। তা ধরুন, ওটিকে কি কর্চ্ছেন :

হরি—(উত্তেজিত হ'য়ে) খুন ক'রবো—একে খুন ক'রবো,—

পার্শ্ব—না, না, খুন কর্বেন না। তা ধরুন, খুন না কইরা ওর বিয়া ছ্যান,—বোজ্ জেন্—না হয়, কেওরে ধর্যা দিয়া দ্যান্, চ্যাংরা-চোংরার লগে না,—উস্ত্যার। জমীদার-তালুকদার দেখ্যা দিয়া ছ্যান্।

হরি—(গম্ভীরভাবে) হুঁ

পার্শ্ব—(সোল্লাসে) তা হইলে কথা দিলেন,—এ্যাঃ? (ইতস্তত:) আচ্ছা, ওনার কি আগে আর বিয়া হইছে? হয় নাই, না? বিয়া-হওইন্যা মাইয়া দেখলেই চেনোন্ যায়। আমার লাড়া-চাড়া আছে কিনা!

হরি—আচ্ছা, নমস্কার!

পার্শ্ব—নমস্কার! (ঝাঁকিয়া বসিল) আচ্ছা, আপনারা কি হালদার?

হরি—তার মানে?

পার্শ্ব—মানে, 'হালদার' পদবী সব্বোজাতের সব্বোশ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। তা' আপনারা কোন্ জাত?

হরি—আমরা জাত মানি না।

পার্শ্ব—'জাত মানেন না'—না? তা' ধরুন,—যাঁরা জাত না মানেন, তাঁরা হয় অজাত—নয় বজ্জাত। মন্দ না। তা' ধরুন, যদি হাউস্-মতোন জামাই পায়েন—

হরি—আপনার হাতে ভালো ছেলে আছে?

পার্শ্ব—হাতে কেন? আপনার কাছেই আছে। ছ্যাশের সম্পত্তির

আয়,—জমীদারীর ভাগের ভাগ (কাগজ বাহির করিয়া) ৭৫১৬/৯, খাস জমি ১৩ বিঘা, বাগান, বাগিচা, দোতালা বাড়ী, রান্না ঘর, ভাড়ার ঘর, পায়খানা, ঘাট্‌লা-বান্ধান পুকৈর, লোহার সিন্ধুক দুইটা, বাসন-কোসন রাখোনের—

হরি—তা ত' বুঝ্‌লাম। ছেলে কোথায়—কি পাস?

পার্শ্ব—আছে—আছে—ছেলেও আছে। ছেলে দিব হানে পরে, পাশ তেমন একটা কিছু না, Read up to Matriculation standard.

হরি—নমস্কার, ছেলেকে নিয়ে একদিন আস্‌বেন। (গমনোদ্যত)

পার্শ্ব—খারায়েন। বাবা গরুর লাস্‌, তুমি আমার ঘরে যাকে 'পাউচা'র থন আমার Bank of Commerce-এর পাশ বইখানা আন্‌তে পার্‌তা হায়?

গিরি—গরুর লাস্‌—গরুর লাস্‌ বোল্‌তা কাহে, দারোয়ানজী বোল্‌নে শক্‌তা নেহি?

পার্শ্ব—শক্‌তা বাবা, শক্‌তা। গ্যাখেন, ব্যাঙ্কের বইখানা ভুলে রাইখা আইছি, ব্যাঙ্কে আছে ৩২৪৭৷৶৬;—তা ধরুন, সুদ এখনো কষা বাকী।

হরি—বেশ! ছেলেটীকে নিয়ে একদিন আস্‌বেন। —নমস্কার!—

পার্শ্ব—ছিঃ—নোমোস্কার করেন ক্যান্‌? আশীর্ব্বাদ করেন—পা'র ধূল দ্যান্‌,— (প্রণাম, কৌটা বাহির করিয়া) পান খায়েন? বাড়ীতে আছে পানের রূপার কৌডা; উপারে রাজহাঁস-আঁকা। কইলকাতা সহর, চোর-

জুয়াচ্চোরে ভরা, ছোড'জনে কৌড়াডা ছ্যায় নায়।
ন্যান্ পান্,—

হরি—আমি পান খাই না।

পার্শ্ব—খায়েন না, মোডে—না? তা' ধরুন, সেডা ভালো। মুখের নিজস্ব গন্ধডা বজায় থাকে।

হরি—কোথাকার ইডিয়ট্— (প্রস্থানোদ্যত)

পার্শ্ব—যাবেন না—যাবেন না। এইবার ভাঙ্গাইয়া কই। আমিই সেই জমীদার। মাইয়াটী আমারে ছ্যান্। বাড়ন্ত, বয়স্কা, ও ছেইলা-ছোকরাগো লগে মানাইবে না। আমারে পায়ে রাখেন, আপনার— (পা ধ'রলো)

হরি—(বিস্ময়ে) পাগল না মাথা-খারাপ!

পার্শ্ব—কি কইলেন? পাগল! দুই দুইবার বিয়া ক'র্‌ছি, কোন হালা মাইয়ার বাপে এমন কথা কইতে পারে নায়। আপ্‌নে ত' হ্যাগো ধারে কলার থোর্! যদি বিয়াই দেবেন না, তবে ও আগুণের মাল্‌সা চক্ষের উপর জ্বাইলা রাখ্‌ছেন ক্যান? বুরা-গুরা বেবাক যে জ্বইলা পুইড়া মর্‌লাম! এ সুখ সুখ না, সুখ আছে ভুতুরিয়ার চরে, (যেতে যেতে ফিরে) গুরুজনের উপার রাগ কর্‌তে নাই,— সেবা দিয়া এট্টা কথা কইয়া যাই,—ক্যাবোল্ মোরে খেদাইলে কি হইবে? বাইরে চাইর পাঁচ জন সাইর দিয়া খারাইয়া আছে। আল্‌গা মাঠে কুটা রাখ্‌ছেন—কত আড়িয়া খেদাইয়া পার্‌বেন? আমি যেন ছাইট্ গরু, তাই শিং আর লার্‌লাম না। (প্রস্থান)

হরি—গেরুলাস্, দরোজার কেয়ারী একদম বন্দ্ করো।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

(নেপথ্যে গানের গুঞ্জন—মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ)

মঞ্জু—ওঃ আট্‌টা! বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে আজ। বাবি, তুমি চা খাওনি, না? মুখ ভার করে আছো কেন? দেরী হ'য়েছে সেই জন্য খুব ভাব্‌ছিলে, না? যা' ছেলেমানুষ হ'চ্ছ তুমি দিন-দিন।

হরি—(গম্ভীর কণ্ঠে) এত রাত্ অবধি কোথায় ছিলে?

মঞ্জু—ও হরি! আসল কথাই বলা হয়নি! সাত্ তাড়াতাড়ি ব'ল্‌বো ব'লে ছুটে এলাম, তোমার শুক্‌নো মুখ দেখে সব ভুলে গেলাম। যা' মজা হ'য়েছে আজ বাবি—

(গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল)

হরি—কি রে? (তাঁর গাম্ভীর্য্য টুটিয়া যাইতেছিল)

মঞ্জু—তুমি ত' বিকেলে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলে, তোমার মক্কেলের বাড়ী। আমি আর একা বসে করি কি? খানিক বাদে ত আবার সেই বাঁদরের দল এসে ঘিরে বসবে, তাই গিরিদা'কে দিয়ে একটা ট্যাক্সী ডাকিয়ে সোজা ছুট দিলাম শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে। গিয়ে ত' নেমেছি,—চারদিকে লোক গিসগিস্ ক'রছে,—ড্রাইভার ত' চাইলে ভাড়া ;—তারপর কি হ'লো বল দেখি? (হাস্য)

হরি—তোকে ঠকিয়ে বেশী ভাড়া নিলে বুঝি?

মঞ্জু—এখন ত' হাস্‌ছি, কিন্তু (হাসিয়া) তখন যা আমার অবস্থা! টাকা দিতে গিয়ে দেখি—ওঃ হরি—ভুলে পাস'ই নিয়ে যাইনি।

হরি—(সভয়ে) তারপর?

মঞ্জু—ড্রাইভার ত মারমুখো! অপমান করে আর কি? সে আমাকে মনে ক'রলে বুঝি জোচ্চোর। আমি যা' বলি—যত বলি—সে কিছুই বিশ্বাস করেনা। শেষে হাত থেকে একটা চূড়ী খুলে তা'কে দিলাম।

হরি—পছন্দ করি না,—পছন্দ করি না এই সব, এই পার্স না নিয়ে পথে বেরুনো আমি একদম পছন্দ করি না। একি অন্যায়!

মঞ্জু—অয়ি আবার মাথা খারাপ হলো।

হরি—হবে না? ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে তুমি, আমার মেয়ে তুমি, তুমি পার্স না নিয়ে পথে বেরুবে,—লোকে তোমাকে টাকার জন্য অপমান কর্বে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো!

(ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

মঞ্জু—তা' আমি কি করবো?

হরি—কি ক'রবে? কেন পার্স ফেলে গিয়েছিলে?

মঞ্জু—ভুলে, তার জন্য মাপ চাইছি বাবা। (হরিহরের ক্রুদ্ধভাবে পদচারণ) এমন ভুল আর ক'রবো না বাবা; ক্ষমা করো বাবা।

হরি—না, এ ভুলের ক্ষমা নেই। এত বড় মেয়ে তুমি। বেরুবার সময় মনিব্যাগ ফেলে চ'লে যাও,—এতটুকু খেয়াল নেই? বিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে, এতটুকু হুঁস নেই?

মঞ্জু—(সজলনেত্রে) বাবি,—

হরি—ঐ ত, ঐ ভিজে চোখের চাবুক দিয়েই ত আমাকে কাহিল ক'রে রেখেছিস্। তা হলে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনও দিন পার্স ফেলে রাস্তায় বেরুবি না—

মঞ্জু—না বাবা, আর পার্স না নিয়ে রাস্তায় বেরুব না।

(গিরিদাস সিং চা লইয়া আসিল)

হরি—পছন্দ করি না আমি এ সব—একদম পছন্দ করিনা। (গিরিদাস সভয়ে চা লইয়া প্রস্থান করিল) হুঁা, তারপর কি কর্‌লি?

মঞ্জু—কি আর করি? হাতের একটা চূড়ী খুলে ড্রাইভারকে দিলাম।

হরি—বেশ করেছিস্। আমার মেয়ের মতই কাজ করেছিস্। চমৎকার!

মঞ্জু—গিরিদা, বাবিকে চা দাওনি? মাথা খারাপ হলো নাকি?

(গিরিদাসের প্রবেশ এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রস্থান)

হরি—বেশ করেছিস্। সম্ভ্রান্ত ঘরের—অভিজাত ঘরের মেয়েরা এমনই করে থাকে। মার্ভেলাস্! চামিং—সিম্প্‌লী চার্মিং—

মঞ্জু—শোনই আগে। ড্রাইভার চট করে চূড়ীটা পকেটে পুরে তাড়াতাড়ি সেলাম না করেই চ'লে যাচ্ছিল! এমন সময়ে তা'র ঘাড়ের উপর—(হাসিয়া) কি বলো ত' বাবা?

হরি—কাকে ইয়ে ক'রে দিলে বুঝি! (হাস্য)

মঞ্জু—কী যে ছেলেমানুষ তুমি বাবা! রাতে আবার কাক কোত্থেকে আস্‌বে? একটা থাবা; কিসের থাবা বলো ত' বাবা,—

হরি—বাঘের থাবা বুঝি? (মিঃ টিপল্ এইচ যেন মেয়ের সঙ্গে খেলছেন)

মঞ্জু—কিছু বোঝ না তুমি। এক ভদ্রলোকের থাবা!—এম-এ, পাশের থাবা।—ডবল্ এম-এ,—সুপ্রিয় চাটার্জ্জী; এবার ইংলিশএ First class first.! বিলেত যাচ্ছে,—বুঝ্লে? দিব্যি লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা,—টক্টকে রং!

হরি—তোর রূপ বর্ণনাটা রেখে এখন ঘটনাটা বল্—

মঞ্জু—পট্ করে একলাফে মোটর থেকে নেমে ধ'র্‌লো তার ঘাড়। বেটা চূড়ী বের ক'রে দিয়ে ক্ষমা চাইতে আর পথ পায় না! (হাস্য)

হরি—কেন? তুই কেন বল্লি না যে তুই দিয়েছিস্।—

মঞ্জু—বাঃ রে! তিনি ত' মোটর থামিয়ে সবই দেখছিলেন। বল্লেন, এই যুদ্ধের বাজারে ৫৩ টাকা ক'রে সোনার ভরি, দেড় ভরির একগাছা চূড়ী নিয়ে যাচ্ছ তিন টাকা ভাড়ার জন্যে, জোচ্চোর কোথাকার! এই বলেই তার গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের—কি বলোত' বাবা?

(মঞ্জুর গল্প বলার ধরনই ওই)

হরি—কেন-কেন? (উঠে দাঁড়ালেন) এ ত' ভয়ানক অন্যায়! আর তুই ভাড়া না দিয়ে ঐ গুণ্ডাটার পরামর্শে দায়িক থেকে চ'লে এলি?

মঞ্জু—বাঃ রে! দায়িক রইব কেন? তিনি ত' টাকা তিনটে দিয়ে দিলেন।

হরি—তার অর্থ?

মঞ্জু—অর্থ, আমার চূড়ী আমার হাতে ফিরে এলো। তাঁর ঠিকানার কার্ড তিনি দিলেন ;—কাল তাঁর টাকা তিনটে তাঁকে দিয়ে আস্‌বো।—

হরি—(অর্থপূর্ণ চাউনি) কাল বুঝি আবার তুমি টাকা দিতে যাবে?

মঞ্জু—বাঃ রে। তা' নইলে কি দায়িক রইবো?

(গিরিদাস সিং প্রবেশ ক'রে চা রাখতেই)

হরি—(সক্রোধে) বল্লাম যে আমি পছন্দ করি না এ সব—আমি চাইনা এ সব। (গিরি সিং চা তুলে নিয়ে গেল') আমি চাইনা যে আমার বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে সকলে সেধে এসে আত্মীয়তা করে! কেন? এত লোক থাক্‌তে তার কি গরজ পড়েছিল আমার মেয়েকে টাকা দেবার? আমি বুড়ো হয়েছি বলে কিছু বুঝি না—না? এবার তুমি পাশ্‌ ক'রবে? কচু! এই আমি বলে দিলাম (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) কচু! আবার এক ডবল এম-এর গল্প লাগিয়েছে মেয়েছেলে পেয়ে। দেখতে চাইলেই পারতিস্‌ তার এম-এ পাশের সার্টিফিকেট দুখানা!

মঞ্জু—বাঃ রে! সার্টিফিকেট কি কেউ পকেটে নিয়ে বেড়ায়?

হরি—যারা পথে ঘাটে মেয়ে ছেলে দেখলেই চিনুক-না-চিনুক ডবল এম-এর গল্প লাগায়, তা। সাহেবের চিঠির মতো সার্টিফিকেটের কোনা উঁচু ক'রে পকেটে পকেটেই নিয়ে বেড়ায়!

মঞ্জু—সুপ্রিয় চাটার্জ্জীর নাম বাংলায় কে না জানে?

হরি—নাম জানে বলেই সে আমার মেয়েকে নামের কার্ড দেবে? দেখি কার্ডখানা (ছিনিয়ে নিয়ে) এস্, চাটার্জ্জী এম-এ, No-777, হিন্দুস্থান পার্ক! আচ্ছা দেখ্‌ছি,—গেরুলাস্ সিং

(গেরুলাস্ সিং এর প্রবেশ)

সোফেয়ার কো বোলাও—

গিরি—ও ত' বাহার মে গয়া হাজুর, সাড়ে ন' বাজে!

হরি—বাজুক সাড়ে নয়, সাড়ে দশ, সাড়ে এগারো—যটা ইচ্ছে বাজুক,—আমি এখনি যাবো সেই ইতর অভদ্রের কাছে। কেন সে আমার মেয়েকে নামের কার্ড দেয়! কেন তাকে সেধে টাকা হাওলাত দেয়! এক্ষুনি তার টাকা তাকে নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। বদ্‌মাইস্ স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!—গেরুলাস্, ট্যাক্সী বোলাও—জল্‌দী—

মঞ্জু—ছিঃ বাবা। সে ত' কোনও অন্যায় কাজ ক'রেনি, তুমি কেন তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার ক'র্‌বে?

হরি—Shut up please. Don't plead for him. That's more suspicious. আমি যাবোই। যদিও না যেতাম্ এখন নিশ্চয়ই যাবো। টাকা তিনটে ফেলে দিয়ে তিন কানটানা দিয়ে আসবো নচ্ছারকে। (গমনোদ্যত)।

মঞ্জু—ফতুয়া গায়েই চল'লে! জামাটা পরে যাও বাবা,—

হরি—(যেতে যেতে)—জামা প'রবো এসে—গেরুলাস্ সিং

(গেরুলাস্ সহ প্রস্থান)

মঞ্জু—ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা! বাবার ব্যবহারে কি মনে ক'রবেন স্থপ্রিয় বাবু? বাবা কী এক্‌সেন্‌ট্রিক্! ঐ যে ট্যাক্সির শব্দ! (জানালার কাছে গিয়ে) সত্যই ত' চ'লে যাচ্ছেন! গিরিদা,—গিরিদা,—শোন' শীগ্‌গীর!—

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

জল্‌দী তৈরি হ'য়ে নাও গিরিদা;—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

গিরি—কাহাপর?

মঞ্জু—ঐ বাড়ী—যেখানে বাবা গেলেন। এখনই, এ লজ্জা থেকে বাবাকে আমার বাঁচাতে হবে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঐ বাটিরই সম্মুখ)

[রাত ২টা , মালকোষ ব'সে একলা গাইছিল]

"ও গভীর জলের কাৎলা !

তুমি ডেঙ্গার উপর ফেইল্যা বঁড়্শী কত যে পড়্শী গাঁথ্লা !

তুমি, ওপারে দাও ঘাঁই, আর এপারে দাও ডুব ।

তোমার পিছন্ ছুইটা ছুইটা হয়রাণ হইলাম খুব ।

তোমারে,—ধর্তে আইসা পড়্লাম ধরা—(এ কি)

মনচোরা ফাঁদ পাতলা !

মাল—এ রাত একদিন প্রভাত হবে । কাল ভোরে আবার তুমি বেরুবে,—এই পথে—আবার তোমার পেছু নেবো ফিঙ্গের মতো । সঙ্গীতে সঙ্গীতে তোমায় আচ্ছন্ন ক'রে দেবো । কলাদেবী সরস্বতীর আশীর্ব্বাদে তুমি আমার হবে । নৈলে আমি মিথ্যা, আমার সঙ্গীত মিথ্যা, আমার কম্পাউণ্ডারী মিথ্যা ।

(তরুণের প্রবেশ)

তরুণ— কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরি বৃদ্ধ বাপ ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনস্তাপ ?
মিহিদানা মিঠা হয় আগে খেলে তিতা,
পাগলে তুষিলে মেলে পাগল-দুহিতা ।
"পারিব না," এ কথাটি বলিও না আর
একবারে নাহি পারো, দেখ' চৌদ্দবার ।

মাল—চৌদ্দবার কেন,—তে-চৌদ্দং তেষট্টি বার দেখা হ'য়ে গেছে। আমি যখন এ বাড়ী মাথা গলিয়েছি তখন আমার গোঁফ ওঠেনি, তখন এই হাতী মেয়ে ছিল একটা মেনী বেড়ালের মতো, এতটুকু!

তরুণ— মেয়ে হাতী করে' রাখে যেবা ঘরে
তবু মনে কম্ ভাবনা,—
আশু গৃহে তার জামাই আসার
নেই কোন' সম্ভাবনা।

মাল—আহা বেশ,-বেশ!—তা' হলে মিছে কেন একটা বাদ্‌হাটা মিলোচ্ছেন মশাই? ছেড়ে দিন না পথটা—দি চালিয়ে বাইক!—

(সবুজের প্রবেশ)

সবুজ—Hunger-strike, Hunger-strike. ভেবে দেখ্‌লাম, এই শ্রেষ্ঠ পন্থা! এই বাড়ীর সামনেই ম'রবো। (কলা বিস্কুট খেতে খেতে) দেখ্‌বো নিষ্ঠুর বৃদ্ধ, দেখ্‌বো পাষাণী বৃদ্ধ-সুতা, কী নির্দ্দয় তোমরা—!

তরুণ—ও কি খাচ্ছেন মশাই?

সবুজ—খাচ্ছিনাত'—চিবুচ্ছি! তিন পকেট ভরে কলা বিস্কুট এনেছি,—নিষ্ঠুর, নীরস শক্ত চিবুচ্ছি! এই যে একেই বলে কলা বিস্কুট!

মাল—দেখুন, কলা বিদ্যাকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রবেন না।

সবুজ—না করবো না! কপালে ঝুল্‌ছে কলা, খাবো কি "থিন্

এরারুট চিবিয়ে রাখি, চিবিয়ে রাখ, আবার কত-দিনে জোটে, কে জানে? Hunger-strike ক'রছি কিনা, এই খানে, এই তার নিত্যকার গতিপথে—।

মাল—Hunger-strike কি মশাই!

সবুজ—প্রায়োপবেশন—প্রায়োপবেশন! কাগজ পড়েন না?

মাল—না, আমি গান গাই, প্রায়োপবেশন কি মশাই?

তরুণ—প্রায়োপবেশন কি জানেন না কম্পাউণ্ডার মশাই প্রায়োপবেশন মানে প্রায় উপবেশন। অর্থাৎ কতক দাঁড়ানো, কতক বসা,—এই—এই রকম— (চেয়ার হইল)

সবুজ—এই বার কান ধরে'—

(উত্তেজিত হরিহর বাবুর প্রবেশ)

হরি—কান ধরে তুই গালে তুই থাপ্পড়! আমার মেয়েকে কার্ড দেওয়া—

সবুজ—কে কার্ড দিয়েছে পিতা—?

তরুণ—কি ভাবে কার্ড দিয়েছে জনক—?

মাল—কেন কার্ড দিয়েছে বাবা—?

হরি—চোপ্! এই-এই—ট্যাক্সী—ইধার আও—

(ট্যাক্সীর হর্ণ ও বেচারামের প্রবেশ)

বেচা—আসুন বাবু,—নতুন থার্ড-হ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ী!

হরি—চল'—৭৭৭ নং হিন্দুস্থান পার্ক। (উভয়ের প্রস্থান)

তরুণ—পাষাণ, পাষাণ!

সবুজ—নির্ম্মম, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর!

তরুণ—এই বার চলো সব উপরে—

আমি ছুট্‌বো, আমি ছুট্‌বো !
আমি আবার উপরে উঠ্‌বো।
আমি বিদ্রোহী, রণক্লান্ত,—না, না,
আমি লাঞ্ছিত, ঘুরে—ক্লান্ত।
আমি সেই দিন হবো শান্ত,—

ঘরে কুমারী মেয়েরা লেকে কি পার্কে
একা-একা আর ঘুরিবে না।
যতদিন মোর নশ্বর দেহ
চিতার ভস্মে উড়িবে না।

(সহসা) একি, কি ব্যাপার ?

(মঞ্জুশ্রী ও গেরুলাসের প্রবেশ)

মঞ্জু—একটা ট্যাক্সী ডাকো,—শিগ্‌গীর— (গেরুলাসের অগ্রগমন)

তরুণ—কোথায় যাচ্ছেন ?

সবুজ—কেন যাচ্ছেন ?

মাল—কবে যাচ্ছেন ?

তরুণ—Shall I come with you ?

মঞ্জু—Please excuse.

সবুজ—Shall I come, miss ?

মঞ্জু—Sorry.

মাল—Shall I, miss ?

মঞ্জু—(ধমক দিয়া) No.

(পার্শ্বনাথের প্রবেশ)

পার্শ্ব—Shall I, miss ?

মঞ্জু—You will always miss, old fool. (গেরুলাস সহ প্রস্থান)

পার্শ্ব—মাউরাডার কপাল ভালো! আগুনের মাল্‌সা হাত ক'র্‌ছে।

সবুজ—নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। This is the chance. ৭৭৭ নং হিন্দুস্থান পার্ক—সেখানেই যাই—

মাল—দাঁড়ান, আমিও যাব। ডাকুন ট্যাক্সী—দেবো অর্দ্ধেক ভাড়া—যা' থাকে বরাতে—

তরুণ—দাঁড়ান (পকেট খুঁজিয়া)

পয়সা যে নেই পকেটে,
আমি কি যাইব পায় হেঁটে?
পারি না যে হেথা থাকিতে
অশ্রু যে আসে আঁখিতে,—
(সবুজের প্রতি) নেবেন কি মোরে বাকীতে?

সবুজ—না, না! আপনি ট্রামে ওঠা নামা ক'রতে ক'রতে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তরুণ—কি আমি পড়ে রইব এখানে? না—কক্ষনো না,
Long jump, আমার বাল্যের প্রাইজ্‌ পাওয়া
Long jump, জাগ্রৎ হও—উত্তিষ্ঠৎ হও—
ছোট'রে চরণ ছোট'রে—
লাফায়ে উঠিব মোটরে। (লম্ফ)

পার্শ্ব—আমার কি হইবে? মোর যাওন লাগে না? লাগে—লাগে। ঐ যে রিক্‌শা—এই রিক্‌শার পো, এ্যারো ঠুন্‌ঠুন্‌আলা, খারা হ', খারা হ', হালার বাই হালা। তুত্তোর লও যাই—"হাতশয় হাতাত্তোর"— (প্রস্থান)

[রিক্‌শায় বসিয়া]

শেষ দৃশ্য

সুপ্রিয় চাটার্জ্জীর পড়ার ঘর

(সুপ্রিয় ও তার মা গল্প ক'রছিলেন)

মা—এবার আমি তোর কোনও ওজর শুনবো না প্রিয়; এবার তোকে বিয়ে ক'রতেই হবে।

সুপ্রিয়—ও দেশটা ঘুরে আসি একবার।

মা—ততদিন আমি বাঁচ্‌বো না বাবা। আর যুদ্ধ না থাম্‌লে ত' আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেবো না প্রিয়! ভাবিস্ কখনো—যে তুই চ'লে গেলে এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আমি একা কি করে থাক্‌বো? আমার ব্যথা কি তুই কোন'-দিনই বুঝবিনে বাবা? আমি প্রতিমার মাকে কথা দিয়েছি, কাল সে প্রতিমাকে নিয়ে আস্‌বে। চমৎকার মেয়েটী,—না প্রিয়?

সুপ্রিয়—মা,— (চেয়ে চোখের পাতা নামিয়ে নিল)

মা—প্রিয়, কি বল্‌তে গিয়ে থেমে গেলি?

সুপ্রিয়—আচ্ছা মা, তোমার ত' খুব বুদ্ধি,—সবাই বলে। তোমার এই প্রতিমা মেয়েটীর 'ডিফেক্ট' কি বলো দেখি?

মা—কথা ঘুরোচ্ছিস্?—

সুপ্রিয়—ঘুরোচ্ছি না মা,—ঠিক জায়গায়ই আস্‌ছি। বলো না মা!

মা—কি ডিফেক্ট্? (ভেবে) নাকটা একটু চাপা? ঠোঁট্‌টা বড্ড লাল? রংটা? রংটা বেশী কটা?—চুলটা একটু লাল্‌চে? (সুপ্রিয় প্রত্যেক বারই মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌লো) জানিনে বাপু কি 'ডিফেক্ট্'!

সুপ্রিয়—(হেসে) তোমার প্রতিমাটী বড্ড মেয়েলী মা,—না?

মা—ওমা, কোথায় যাবো? মেয়েছেলে 'মেয়েলী হবে নাত' কি হবে?

সুপ্রিয়—মানুষ হবে। নাকী সুরে গাইবে না—আধো চোখে চাইবে না—

মা—কিন্তু দেখ্‌তে ত' খুব সুন্দরী।

সুপ্রিয়—কিন্তু মা,— (paper-weight লুফ্‌তে লুফ্‌তে) যাই বলো— তার চাইতেও একটী সুন্দরী মেয়ে আজ আমি দেখেছি।

মা—কোথায় রে, কা'র মেয়ে?

সুপ্রিয়—ভয় নেই মা,—বামুনেরই মেয়ে! এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে।

মা— (উর্দ্ধে প্রণাম ক'রে) মা মঙ্গলচণ্ডী! —কাদের মেয়ে রে?

সুপ্রিয়—তুমি এখনই তাঁদের বাড়ী চল্‌লে নাকি? তাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করেন কি না!

মা—ক'রবে না আবার! চাঁদ হাতে পাবে! সাতজন্ম যদি সে মেয়ের তপস্যা থাকে, তবে সে তোর হাতে প'ড়বে।

সুপ্রিয়—কিন্তু তুমি যে আবার প্রতিমার মাকে কথা দিয়েছো!

মা—(হেসে) যা ছেলে তুই বাপু,—তোর মা'র আবার কথা দেওয়া! তাও বলি, লাখ্ কথায় বিয়ে, আমি ত' সবে একটা কথা ব'লেছি।

সুপ্রিয়—(হেসে) এখনো নিরনব্বুই হাজার ন'শো নিরনব্বুই কথা বাকী!

মা—নে জ্বালাস্‌নি। কই তাদের ঠিকানাটা বল্‌লি না ত'!

সুপ্রিয়—তাদের ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না; তবে বাড়ীটা চিনি, কিন্তু আমার ঠিকানা সে জানে।

মা—তবেই হয়েছে!

সুপ্রিয়—কাল সে আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে মা!

মা—(সাগ্রহে) কেন রে? নিমন্ত্রণ করেছিস্ বুঝি!

সুপ্রিয়—সে একটা গল্প মা। শিবপুর গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি একটী মেয়ে ট্যাক্সীভাড়া তিনটে টাকা দিতে না পেরে হাতের চূড়ী খুলে দিচ্ছে। আমি তিনটে টাকা দিয়ে সেই চূড়ী বাঁচিয়ে দিলাম, তাই কাল সে আসবে আমাদের বাড়ী সেই টাকা দিতে।

মা—কাল কখন আসবে সে?

সুপ্রিয়—এলে তোমায় ডাকবো মা।

(নেপথ্যে হরিহর বাবু) কই?— কোন্ ঘরে?

(হরিহর বাবুর প্রবেশ ও মার প্রস্থান)

হরি—এই যে! (কার্ড দেখিয়ে) আমার মেয়েকে তুমি এই কার্ড দিয়েছো?

সুপ্রিয়—(দাঁড়িয়ে, নমস্কার ক'রে) বসুন আপনি।

হরি—(কিছু না ক'রে) তুমি এই কার্ড দিয়েছো? S. Charterjee তোমার নাম?

সুপ্রিয়—আগে বসুন, বল্ছি। শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, পাখাটা খুলে দিই,—বসুন। (সুইচ্ টিপিয়া দিল)

হরি—(হাওয়ায় আরাম পেয়ে বস্লেন) আঃ—

সুপ্রিয়—আস্ছি (ভিতরে গেল)

হরি—মস্ত বাড়ী! অবস্থাও ভালো। (একখানি বই খুলে) এম.—এ-ইত' বটে! সুপ্রিয় চাটার্জ্জী, ছেলেটিও দেখ্তে শুন্তে বেশ—না? (নিজেকেই যেন নিজে প্রশ্ন ক'রছেন) কিন্তু এ কি অভদ্রতা!

(সুপ্রিয়ের প্রবেশ)

সুপ্রিয়—বারান্দায় জল দেওয়া হয়েছে। হাত-মুখটা ধুয়ে নিন্।

হরি—না, আমি হাত মুখ ধোব না, এখনি যাবো! তোমাকে আমি গালাগালি ক'রতে এসেছি, আর তোমার টাকা ফেরৎ দিতে এসেছি। (সুপ্রিয় হাসছিল) কি, হাসছো যে বেহায়ার মতো?

সুপ্রিয়—আপনি হাসালে আমি হাসবো না?

হরি—আমি হাসালুম? —তুমি আমার মেয়েকে নামের কার্ড দিলে কেন?

সুপ্রিয়—শুধু কার্ড দিইনি। আপনার মেয়ে এগিয়ে দেবার অছিলায় আপনার বাড়ীটাও দেখে এসেছি।

হরি—(ক্রোধে) কেন-কেন?

সুপ্রিয়—আমার টাকা তিনটে গচ্ছা না যায়, সেই জন্যে!

হরি—তা' ব'লতে পারো। কিন্তু—কিন্তু তুমি টাকা দিতে গেলে কেন?

সুপ্রিয়—সে কি? আমার কেউ যদি আপনার সাম্‌নে এমনি বিপদে প'ড়তেন, আপনি দিতেন না?

হরি—তা' দিতাম বৈ কি!

সুপ্রিয়—তবে?

হরি—তাও ত' বটে!

সুপ্রিয়—এইবার গিয়ে হাত মুখটা ধুয়ে ফেলুন।

হরি—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি,— (ভিতরে গেলেন)

(সুপ্রিয় মুখ টিপে হাসছিল; মা চা ও জলখাবার নিয়ে সাজিয়ে রাখলেন, হরিহর বাবু ঢুকতেই প্রস্থান)

মেয়েটারই দোষ, দেখ্‌লাম ভেবে মঞ্জুরই দোষ! কেন সে পার্স ভুলে ফেলে গেল? (আয়োজন দেখে) ও কি ক'রছো?

সুপ্রিয়—আজ্ঞে, আপনি তাড়াতাড়িতে চা খেয়ে আস্‌তে পারেন নি—

হরি—(বিস্ময়ে) এঁ্যা, তাইত! চা খেয়ে ত' আসিনি! সত্যই ত' চা ত' খেয়ে আসিনি! তা' তুমি কি ক'রে জান্‌লে হে

ছোক্‌রা ? (হেসে) সত্যিই ত' চা খেয়ে আসিনি ; কিন্তু তুমি তা' কি ক'রে জানলে ? এক মঞ্জু ছাড়া ত' দুনিয়ার আর কেউ ব'লতে পারে না, আমি চা খেয়েছি কি না !

সুপ্রিয়— (হেসে) কিন্তু আমি ব'লতে পারি ।

হরি—তুমি বড্ড বেশী হাসো ! মঞ্জুরও ঐ রোগ ; সব কথাতেই তোমাদের হাসি। (খেতে খেতে) সত্যিই যা' ক্ষিধে পেয়েছিল !

সুপ্রিয়—কিন্তু দেখুন, আমার কোনও দোষ নেই—

হরি—না, না,—তোমার কি দোষ ? দোষ সমস্ত ঐ মঞ্জুর। রীতিমত শাসন করতে পারিনে কিনা,—তাই এতখানি বেড়ে উঠেছে। এখন থেকে ওকে রীতিমত চাব্‌কাবো। গঙ্গার ওপারে আর না যায়, তাই ক'রে ছাড়বো। পার্স ফেলে কোথাও যাওয়া ;—যা' আমি একদম পছন্দ করিনা, ওকে **regularly** শাসন করা দরকার। (রেগে উঠে দাঁড়ালেন)

সুপ্রিয়—আহাঃ-হাঃ। বসুন-বসুন, খাওয়া হ'ল না যে'— (বসালো) খান।

হরি—এই যে খাচ্ছি। (খেতে খেতে) কিন্তু ব্যাপার কি জানো বাবা,—মা-হারা মেয়ে কি না ! কিছু ব'ল্‌তে গেলেই ছল-ছল চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে,—ওর মার মুখ, আমার হারানো হৈমর মুখ মনে প'ড়ে যায়। সেও ঠিক অম্‌নি ক'রে চাইত ;—অম্‌নি হরিণের মত বড় বড় চোখে, (চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর দুটী রেখা ;—বাঁ হাতে তা' মুছে

ফেল্‌লেন হরিহর বাবু) একদিন হ'য়েছিল কি,—সে দিন খুব বর্ষা— (আবার নেমে এলো চোখের অবাধ্য জলধারা)

সুপ্রিয়—খান কাকাবাবু,—

হরি—এঁ্যা—(অশ্রু মুছে) এই যে খাচ্ছি। তাই কিছু ব'লতে পারিনা। বাঃ, দিব্যি খাবার ত'!— কোত্থেকে তোমাদের খাবার আসে?

সুপ্রিয়—এ সব দোকানের খাবার নয় কাকাবাবু। বাড়ীর খাবার! মা'র নিজের হাতের তৈরী!

হরি—তাই নাকি! আশ্চর্য্য ত!

সুপ্রিয়—আপনি খান,—আমি আসছি— (ভিতরে গেল)

হরি—দিব্যি ছেলেটী কিন্তু (খেতে লাগ্‌লেন)

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা—(উঁকি দিয়ে) ওঃ লুচী খাওয়া হ'চ্ছে! মুখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে দিস্তের পর দিস্তে লুচী গেলা হ'চ্ছে! তাই এত হর্ণ, এত চ্যাঁচানো, এত ডাকাডাকি কিছুই কানে যাচ্ছে না! ঠায় আধঘণ্টা উপর পানে তাকিয়ে বসে আছি। এই আপনার "যাবো আর আস্‌বো"? আমি ভাব্‌লাম, বুঝি অন্য দরোজা দিয়ে ভেগেছেন! কই, দিন্‌ত' আমার ট্যাক্সিভাড়াটা;—তারপর লুচী ঠাসুন্— (হাত পাত্‌লো)

হরি—তুমি ত' বড্ড ছোটলোক হে! ট্যাক্সিতে কত উঠেছে?

বেচা—এক টাকা বারো আনা!

হরি—চেঁচাস্‌নে—নিয়ে যাঃ,—ছোটলোক কোথাকার। ‘এক টাকা বারো আনা’ তার আবার উচু গলা!—নচ্ছার কোথাকার! (রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে হাত ধুয়ে পকেটে হাত দিতে গিয়েই দেখেন যে ফতুয়ার পকেটই নেই, তাড়াতাড়ি যেটার পকেটে মানিব্যাগ ছিল, সেই কোট্‌টাই প'রে আসেন নি, বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইলেন।)

বেচা—কি, ভূত দেখ্‌লেন নাকি? জোচ্চোরির এও এক নতুন ঢং বটে!

হরি—(চাপা গলায়) ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি,—সে র'য়েছে আমার কোটের পকেটে। চলো, তোমার ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরে, বাড়ি গিয়ে—

বেচা—(উচ্চকণ্ঠে) তোমার ওসব চালাকীতে ভুলছি না, ফতুয়া-ওয়ালা জেণ্টেলম্যান্‌,—টাকা ফ্যালো—

হরি—(চাপা গলায়) আহা, কি ক'রছো? চেঁচাচ্ছ কেন? এঁরা শুনলে মনে ক'রবেন কি?

(ফিরে তাকাতেই দেখেন, সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে শুনছে; তার হাতে আরও খাবার—চোখে আগুন)

হরি—বুঝ্‌লে বাবা, (ম্লান হেসে) তাড়াতাড়িতে কোট্‌টা পরা হয় নি। মানিব্যাগটা রয়েছে সেই কোটের পকেটে। তা মঞ্জু ব'লেছিল—

সুপ্রিয়—আজকার দিনটা দেখ্‌ছি আমার ড্রাইভার মারতে মারতেই যাবে। (খাবারটা টেবিলে রেখে দেয়াল থেকে চাবুকটা নিয়ে) এই নাও, তোমার ভাড়া এক টাকা বারো

আনা আর বক্‌শীষ চার আনা (ঝনাৎ ক'রে দুটো টাকা ফেলে দিল)। আর ঐ ঘরে চলো, ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় সেইটে একটু— (চাবুক দোলানো)

বেচা— (টাকা কুড়িয়ে) চাবুক দেখানো হচ্ছে,—ইয়ারকি—না ?

(সুপ্রিয় বেচারামকে চাবুক মারিল 'সপাং')

ওরে বাবারে, আর ক'রবো না,—আর ক'রবো না— বাঁচান—ও বুড়ো বাবা !

সুপ্রিয়—আর কোন দিন— (পুনরায় তুল্‌লো চাবুক)

বেচা—কোনো দিনও না। ও বুড়ো বাবা, আপনি আমার ধর্ম্মবাপ ! আমার বাবা বেঁচে থাক্‌লে এমনিই বুড়ো হ'তেন—

সুপ্রিয়—ন্যাকামো হ'চ্ছে—

(চাবুক তুল্‌তেই বেচারাম হরিহরবাবুর পা জড়িয়ে ধরলো। হরিহরবাবু চাবুকশুদ্ধ সুপ্রিয়ের হাত চেপে ধ'রলেন। ঠিক এই সময়েই ছুটে এলো মঞ্জুশ্রী আর গিরিদাস সিং। মঞ্জুশ্রী বুঝলো ভুল, সুপ্রিয়ের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে)

মঞ্জু— (সুপ্রিয়কে) ইতর, অভদ্র কোথাকার ! (মারলো চাবুক 'সপাং'; হরিহরবাবু ধর্‌বার আগেই চাবুক প'ড়ে গেল, সুপ্রিয় যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রলো। হরিহরবাবু 'আঃহাঃ—হাঃ' ক'রে চেঁচিয়ে উঠলেন, বেচারামের চোঁচা দৌড় ; মা ছুটে এসে সুপ্রিয়কে জড়িয়ে ধ'রলেন। সবাই স্তব্ধ ;—ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়।)

সুপ্রিয়— (জোর ক'রে হেসে) কিচ্ছু লাগেনি মা,—উনি ভুল করেছেন।

হরি— (রুদ্ধকণ্ঠে) ছিঃ—মঞ্জু, ছিঃ—।

সুপ্রিয়—আপনারা বসুন। মা, এই মঞ্জুশ্রী দেবী ; এরই কথা একটু আগে তোমায় ব'লছিলাম।

(তীব্রদৃষ্টিতে মঞ্জুশ্রীর দিকে একবারমাত্র চাহিয়া মার প্রস্থান)

মা বোধ হয় রাগ করেছেন !

হরি—না, রাগ ক'রবেন কেন ? ক্ষীর-কান্তি তৈরী করে খাওয়াবেন। এতবড় উদ্ধত মেয়ে ! শাসনের অভাবেই এতটা বাড় বেড়েছে। জানা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, এসেই রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে উপকারী বান্ধবের পিঠে এক চাবুক ! তোকে চাব্‌কালে তবে আমার রাগ যায়। ঐ দেখো, দেখো সুপ্রিয়, যা' বলেছি, ঠিক্ তেমনি করে চাইছে। তুমি রাগ ক'রোনা বাবা, ও বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল আমাকেই বুঝি তুমি মারছো—।

সুপ্রিয়—মার কাছে চলুন। মা মনে বড্ড বেশী ব্যথা পেয়েছেন। আমাকে খুব ভালবাসেন কিনা !

হরি—আমি যাচ্ছি,—আমি যাচ্ছি, চল্ মঞ্জু চল্।

(হরিহরবাবু ও মঞ্জুশ্রীর প্রস্থান)

সুপ্রিয়— (গিরিদাসকে) তোমার নাম কি ?

গিরি—হামারা নাম গিরিদাস সিং, লেকিন খোকীবাবু বোলতি 'গিরিদা' আউর হুজুর বোলতা 'গেরুলাস্ সিং'।

সুপ্রিয়—কিন্তু "গেরুলাস্" তুমি মোটেই নও।

গিরি—পহ্‌লে হাম্ বহুৎ বাজে বাৎ বল্‌তো হাজুর।

মনিব আইন কর্‌লো কি, বাজে বাংমে গেরুলাস্‌কো এক এক আনা জর্‌মানা। বাজে বাং এক—একআমা; বাজে বাং দো—দো আনা; বাজে বাং তিন—তিন আনা। এইসা করকে এক মাহিনা খতম হোনেসে পঁচাশ ষাট সত্তর আনা কম্‌তি তলবানা মিল্‌বে। আভি তো হাম্‌লোক একদম গোঁগা বন্‌ গিয়া হাজুর। দেখ্‌তা হ্যায় সব, সমঝ্‌ভি যাতা হ্যায় সব, লেকিন কুছ্‌ বোল্‌তা নেহি।

সুপ্রিয়—বাবুর বুঝি একটু ছিট্‌ আছে?

গিরি—(জিভ কামড়াইয়া) নেহি হাজুর—ছিট্‌ নেহি। ছিট্‌কা পিরহান্‌ ত' হামলোগ পিন্‌তা। বাবুলোগ্‌ বড়া আদমি। হাজুর কা হ্যায় সিলিক উলিকা বহুৎ পোষাক, ছিট্‌ কাহে পিনেগা।

সুপ্রিয়—না না, তা ব'ল্‌ছিনে—মাথায় একটু গোল আছে?

গিরি—হাঁ, হাঁ, ওহি ঠিক আছে—গোল আছে। মাথা গোল আছে। মোট্টা আদমী, গোল আছে। গাল ভি বহুৎ ভরতি আছে। এইসা (গাল ফুলাইয়া দেখাইল) গোল আছে—গোল আছে, এহি ঠিক বাং হ্যায়। ও বাপ লেড়কী দোনো গোল আছে। লেকিন লোক বড়া ভাল আছে। একদম বাবা বিশ নাথ। (পরে) সুখা লেবেন বাবু?

সুপ্রিয়—না, না, আমি খাই না।

গিরি— (হাসিয়া) লেকিন আপলোক্‌কো খোকীবাবু বহুৎ পসন্দ্‌ করতেহেঁ। সবুজ বাবু, তরুণ বাবু, বেতস বাবু, সমীর বাবু আউর ওহি সেলাইবুরুষওয়ালা এককোষ বাবু, বুড্ডা হাড়গিলা বাবু—এ সব আদমী আনেসে খোকীবাবু তাকাতা হ্যায় এইসা (ভ্রূ কুঞ্চিত করিল) আউর আপ-লোককা পানে নজর দেতা হ্যায় এইসা (কটাক্ষ করিল)। হামি এগারো বরস বাংলায় আইলো—হামি লোক সব সমঝতে হ্যায়। (হাসিয়া) বক্‌শিস্‌ দেনে হোগা হাজুর।

সুপ্রিয়—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

গিরি—পিঠমে দরদ লাগা হাজুর? হাত বুলা দেঙ্গে?

সুপ্রিয়—না, না, কিচ্ছু লাগেনি, তোমার ঐ খৈনী চুণ মাখা অমসৃণ হাত আর বুলোতে হবে না। তুমি ও ঘরে গিয়ে ব'সগে—যাও।

গিরি—জি, হাজুর। (প্রস্থান)

সুপ্রিয়—যা' বললে গেরুলাস, তা কি সত্যি? আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু মেয়ের মতন মেয়ে বটে। যেমনি রূপ তেমনি তেজ। বাংলার ঘরে ঘরে যদি এই রকম মেয়ে জন্মাত!

(মঞ্জুশ্রীকে বুকে নিয়া মার ও তৎপশ্চাতে হরিহরবাবুর প্রবেশ)

মা—ছিঃ মা,—কাঁদে কি? ভুল বুঝে লোকে কত অন্যায়ই করে, সে সব ধ'রতে গেলে কি চলে?

সুপ্রিয়—(অপ্রতিভ হ'য়ে) আপনি মিছিমিছি কাঁদ্‌ছেন কেন? আমার ত' তেমন লাগেনি। গায়ে জামা ছিল, তার

উপর দিয়েই গিয়েছে। নিন্, মুখটা ধুয়ে ফেলুন। মা, ঠাকুরকে একটু চা ক'রতে বলো।

হরি—কথারই একদম অবাধ্য। সুপ্রিয় ব'লছে লাগেনি, তবু তোর এ কি সখের কান্না মঞ্জু ? ও ডবল্ এম-এ, ও ব'লছে লাগেনি আর তুই B.A.র testএ এক Subjectএ ফেল্, তুই ব'লছিস্ লেগেছে, কার কথা সত্যি ? তোর রীতিমত শাসন দরকার।

মঞ্জু—(সিক্তকণ্ঠে) তা' ক'রলেই পারো শাসন।

হরি—তাই কি তুই দিবি ? ড্যাব্‌ডেবে দুটো চোখে এমন করে চাইবি যে আমি আর কথাটাই কইতে পারবোনা। তাইত' আমি আর উনি পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রেছি যে এখন থেকে তোর শাসনের ভার সুপ্রিয়ের ওপরেই থাকবে।

মা—তা' ছাড়া এবার তোমার বি-এ পরীক্ষা, প্রিয়রও যথেষ্ট অবসর আছে ; প্রিয়র কাছে প'ড়লে তোমার পরীক্ষারও সুবিধা হবে।

হরি—তা' ছাড়া তুই মানিব্যাগ ফেলে যাস্—আমিও মানিব্যাগ ফেলে যাই, কিন্তু সুপ্রিয় কোনদিন মানিব্যাগ ফেলে বেরোয় না। ও সব "ব্যাগ-ফেলা"দের টাকা জুগিয়ে আর ড্রাইভার ঠেঙ্গিয়েই বেড়ায়। তা' ছাড়া তুই তিন টাকা আর আমি দু' টাকা একুনে পাঁচ টাকা আমরা ওর কাছে দায়ী। ঋণ শুধতে হবে ত' !

মা—তা' ছাড়া বংশ, শ্রেণী, গোত্রে যখন মিল আছে—

হরি—তা' ছেড়ে দিলেও তুই যখন সুপ্রিয়কে চাবুক মেরেছিস্ তখন সুপ্রিয়কেও তোকে চাবুক মারবার অধিকার দিতে হবে।

মা—তা ছাড়া আমার সুপ্রিয়ের তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে—

হরি—তখন আমি আর বেয়ান ঠাকরুণ দু'জনে পরামর্শ ক'রে এই ঠিক করেছি যে তোর পরীক্ষার পরেই—এই আস্‌ছে ফাল্গুনে—তোমাদের বিয়ে দেবো। (বলার ধরনে ছেলে মেয়েরা হেসে ফেল্‌লে) ঐ ত' তোমাদের দোষ!—তোমরা Seriously কিছু নাও না, সব কথাতেই তোমাদের হাসি। নাঃ নাঃ, এ হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। দেখছেন ইয়ে ঠাকরুণ!

মা—হ'য়েছে, আপনি এদিকে আসুন।

হরি—আর আমরা দুই বুড়োবুড়ী ঠিক করেছি যে এই চিনি সস্তার দিনে একটা "সর্ব্বদলীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার" খুলবো। তাতে উনি হবেন হালুইকার আর আমি হব ফেরীওয়ালা। ওঁর যা পাকা হাত! দোকানের একপাশে ঘোমটা মাথায় দিয়ে রকমারি খাবার তৈরী ক'রবেন, আর আমি মস্ত এক বারকোষ মাথায় নিয়ে গলিতে গলিতে "চাই রসগোল্লা, সন্দেশ, মাল্‌পো—পুরী—মিঠাই" হেঁকে বেড়াবো।

মা—আঃ কী ছেলেমানুষী ক'রছেন, আসুন।

হরি—ভেবেছো তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌বো আমরা এই

বুড়োবয়সে ? সেইটে আর হচ্ছে না। আমি আর এই খাবারওয়ালী—

মা—হ্যাঁ—হ্যাঁ চলুন ;—ফেরীওয়ালা মশাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(তরুণ, সবুজ ও মালকোষের পর্যায়ক্রমে প্রবেশ)

তরুণ—Oh ! all alone. May I intrude ?

মঞ্জু—Please excuse.

সবুজ—A pair of pretty birds ! May I ?

মঞ্জু—Sorry.

মাল—Two elephants together ! May—?

মঞ্জু—(ধমক দিয়া) No. (ত্রিমূর্ত্তির প্রস্থান)

সুপ্রিয়—(মঞ্জুকে) ওকি, মুখ তোল'—কথা কও। ছিঃ, এমনি ক'রে কি এ আনন্দের দিনে আমার মনে কষ্ট দিতে হয় ?

মঞ্জু—কিন্তু এ কথা যে আমি কোনও দিনই ভুলতে পারবোনা যে আমি তোমাকে নিজের হাতে চাবুক মেরেছি—

(পার্শ্বনাথের প্রবেশ)

পার্শ্ব—খুব ভোল্‌তে পারবা, আগুনের মাল্‌সা, খুব ভোল্‌তে পারবা। পার্‌বা না ক্যান, হাত দ্যা' চাবুক না মার্‌ছো, চোক্ষের চাবুক মাইরা ত' বেবাক্ ফেতা-ফেতা কইরা দেছো ! ওরে নিষ্ঠুড়া !

মঞ্জু—কে কাকাবাবু,—আপনি এসেছেন ?

পার্শ্ব—(বিস্ময়ে) কাগাবাবু !—কাম ত' সার্‌ছে ! দুয়ারে ত' দেলে কাড়া !

সুপ্রিয়—আপনি আমাদের কাকাবাবু? (প্রণাম)

পার্শ্ব—ইনি কেডা? ইনিই বুঝি ঘীর কলোস্! এর লগেই বুঝি শ্যায ম্যাস্ ঠিক কর্‌লা, আগুণের মাল্‌সা? বেশ কর্‌লা, ভালো কর্‌লা! (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) যাই গা, (যেতে যেতে ফিরে) টাহার অঙ্কডা ঠিক্ হইছে? অনেক বিয়া কলোম টাহার গোলমাইলে ছান্দ্‌লাতলা থ্যাও ভাইঙ্গা যায়! পোলা পিরির উপার থ্যাও হাডা দেয়। ভগবান করেন, মা মোনসা করেন, যদি এই রহম এট্টা কিছু হয় তহোন্ এই কপাল-ফুডা পাতানিয়া কাগাবাবুর এট্ট খোজ লইও। (যেতে যেতে) আমি জাইগাই থাক্‌পো। আমি তোমার গো পার্শ্বের বাড়ীতেই থাকি—নাম পার্শ্বনাথ পঁই, সাকিন পূর্ব্ববঙ্গের জমীদার,—একটু 'তুঃ' কইরা ডাক দিলেই— (দীর্ঘশ্বাস) যাইগা! (যেতে যেতে) পিলিজ, বইখানা একবার ছ্যাহো, দেখ্যা রাখো,— কাজে লাগতে পারে। তা ধরোগ্যা তিন হাজার,—! ও কি? তোমরা পুড পুড়াইয়া কতা কও, আর আমি চিক্‌রাইয়া গলা ফাডাই! পাস্ বইহান্ একটু দেখ্‌লা না, ইঃ—ফের্‌লাই না! আহাঃ—হাঃ! "চাকোর-চাকোবী" ধুত্তোর্। (প্রস্থান)

মঞ্জু—নাঃ, এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না।

সুপ্রিয়—কেন মিছে মন খারাপ ক'রছো আজ এই শুভদিনে? চাবুক মেরে তুমি পিঠে আমার বেদনা দিয়েছো সত্যি, কিন্তু ঐ চাবুকই আমার বুকে দিয়েছে অপার আনন্দ।

তুমি যে লতার মত লুটিয়ে না প'ড়ে দৃপ্তশির তরুর মত এই তরুণীসমাজে একটা বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছো, তাই আমার এই নারীবিদ্বেষী উদাসী হৃদয়কে এত শীঘ্র আকর্ষণ করেছে ! অত্যাচারিতা বাংলার বুকের হে প্রদীপ্ত মহিমা, তাই আমি এত আদরে তোমাকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছি !

(মঞ্জুশ্রীকে বক্ষে টেনে নিল, গেরুলাস্ সিং ঢুকে ব্যাপার দেখে লজ্জায় জিভ কাটলো। শেষে এক হাতে মুখ আড়াল ক'রে, অন্য হাত ভাবী দম্পতীর পানে বাড়িয়ে)

গিরি—হাজুর !—বখ্‌শীষ !

—নেমে এলো কালো পর্দ্দা—

(**শেষ**)